বুলেটিন নং: ২৩
বর্ষ ৯ ॥ সংখ্যা ১
প্রকাশ কাল: ১৫ জানুয়ারি ২০০৩
শুভেচ্ছা মূল্য: ৳ ৫ ॥ $2

স্বাধিকার

স্বাধিকার কিনুন
স্বাধিকার পড়ুন
আন্দোলনে সামিল হোন

সরকারের নীলনকসা দলীয় কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্তকারীরা কারা?

সত্যের ধর্ম হচ্ছে এটাই 'যতই দিন যায়, সত্য ততই প্রকাশ পেতে থাকে।' পার্বত্য চট্টগ্রামেও এর ব্যতিক্রম ঘটছে না। সময় যতই গড়িয়ে যাচ্ছে সত্য আপন মহিমায় ভেসে উঠছে। রাজনীতির দৃশ্যপট থেকে যেন রহস্যময় জমকালো পর্দা একটার পর একটা সরে যাচ্ছে। ক্রমেই সবার সামনে ঘটনাবলী উন্মোচিত হয়ে পড়ছে।

আজ এটা আর কারোর বলার সাধ্য নেই যে, '৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর তৎকালীন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত 'পার্বত্য চুক্তির' ফলে সমস্যার সমাধান হয়েছে। দিবালোকের মতো এ বিষয়টা পরিস্কার হয়ে উঠেছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকার চুক্তির মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

'পার্বত্য চুক্তির' ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রামের হতদরিদ্র নিঃস্ব জনসাধারণ আর সবচেয়ে ফায়দা লুঠতে সক্ষম হয়েছে দেশের শাসকগোষ্ঠি তথা আওয়ামী লীগ, আওয়ামী লীগের সাথে সম্পর্কিত কিছু লোকজন। শেখ হাসিনা চুক্তির পরে দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রচার পান, পুরস্কার ডিগ্রি লাভ করেন। পাহাড়িদের মধ্যে আওয়ামী লীগের সাথে জড়িত কিছু ব্যক্তি মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী পদ মর্যাদা লাভ করে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা হাতিয়ে নেয়। চুক্তি থেকে জনসংহতি সমিতির সাধারণ সদস্যরাও তেমন কিছু লাভ করতে পারেনি। কেবল জনসংহতি সমিতির একটি চক্র এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত লোকজনই আওয়ামী লীগের লেজ ধরে কিছু সুযোগ সুবিধা লাভ করতে পেরেছে।

আওয়ামী লীগকে দেশের সংখ্যালঘু তথা পাহাড়ি জনগণের একমাত্র সহানুভূতিশীল দল হিসেবে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হলেও '৯৬ সালে ক্ষমতাসীন হয়ে আওয়ামী লীগের স্বরূপ পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের কাছে উন্মোচিত হয়েছে। বিএনপি-জামাত-জাতীয় পার্টি আর আওয়ামী লীগ কেবল নামেই আলাদা। মর্মবস্তুতে এক। পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে তাদের নীতি বরাবরই একই। খোদ চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষ জনসংহতি সমিতির প্রধান সন্তু লারমা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, 'আওয়ামী লীগের সাথে চুক্তি সম্পাদন ছিলো চরম ভুল। শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকার দাবি পূরণের মহৎ কোন উদ্দেশ্যে নয়, জনগণের সাথে বেঈমানী করার জন্যই চুক্তি করেছে।' [দেখুন: ডেইলি স্টার ৬ নভেম্বর ২০০২]।

দেশের শাসকগোষ্ঠি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে ন্যায্য অধিকার দিতে চায় না। ছলে-বলে-কৌশলে দমিয়ে রাখতে চায়। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি দেশের শাসন ক্ষমতায় ছিলো এবং তাদের পলিসি জনগণ দেখেছে। তাদের ব্যাপারে জনগণের তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। জনগণ যাতে সংগঠিত হতে না পারে এবং আন্দোলন রচনা করতে না পারে, সেজন্য প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠি নানান ষড়যন্ত্র চক্রান্ত করেছে। এখনো তাদের চক্রান্ত অব্যাহত আছে।

এক সময় সরকার শাসকগোষ্ঠির পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে নীতি ছিলো 'এথনিক ক্লিনজিং'। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষাভাষী জাতিসত্তাসমূহকে চিরতরে উচ্ছেদ করার এটাই ছিলো ভয়াবহ নীল নকসা। তার ফলশ্রুতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা ও বহিরাগতদের হামলায় ডজনের অধিক হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছে। নিজেদের বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত হয়ে প্রতিবেশী দেশ ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিতে হয়েছে।

শত দমন-পীড়ন সত্ত্বেও সরকার শাসকগোষ্ঠি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে ন্যায্য দাবি থেকে সরাতে পারেনি। বাইর থেকে দমন-পীড়ন চালিয়ে জনগণকে পরাস্ত করা না গেলে, শাসকগোষ্ঠির মধ্যে সবচেয়ে ধুরন্ধর আওয়ামী লীগ '৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে নানান প্রলোভন দেখিয়ে 'পার্বত্য চুক্তি' করতে সফল হয়। এতে আওয়ামী লীগ সরকার পাহাড়িদের আন্দোলনে বড় ধরনের ক্ষতি সাধন করতে পারলেও আন্দোলন ধ্বংস করে দিতে পারেনি। তাই আওয়ামী লীগের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার দায়ভাগ বর্তিয়েছে বর্তমান ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠি বিএনপি'র উপর। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ যাতে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে, সেজন্য সরকারের পরবর্তী নীল নকসা হয়ে উঠে 'জুম্মো দিয়ে জুম্মো ধ্বংস করা'। ৫-৮ নভেম্বর খাগড়াছড়িতে আহুত জাতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে জনসংহতি সমিতি দীর্ঘ ৩৩ দফার কর্মসূচী গ্রহণ করার খবর সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ১৭ নং দফায় রয়েছে 'ইউপিডিএফ-কে নির্মূল করা'। শাসকগোষ্ঠি চায় এটাই। জুম্মো দিয়ে জুম্মো ধ্বংস করাই হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠির নীল নকসা। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মোরা যদি নিজেরা নিজেরা হানাহানিতে লিপ্ত থাকে, তাহলে আর সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার করতে পারবে না। নিজেরা নিজেরাই ব্যস্ত থাকবে। সরকারের কূটকৌশই হচ্ছে এটা। এই সহজ সরল সত্য না বুঝার মতো এত বোকা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ নন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন জনসংহতি সমিতির কর্মসূচীতে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কর্মসূচীর পরিবর্তে আন্দোলনকারী ইউপিডিএফ-কে নির্মূলের কর্মসূচী গৃহীত হলো? অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন এসে যায়, জনসংহতি সমিতির মধ্যে কি সরকারের লোক ঢুকে পড়েছে যারা সরকারের নীল নকসা দলীয় কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করেছে? না হলে সরকারের 'জুম্মো দিয়ে জুম্মো ধ্বংসের' নীল নকসার সাথে জনসংহতি সমিতির কর্মসূচী কি করে মিলে যায়? আরো প্রশ্ন হচ্ছে এত বছরের রক্তে গড়া আন্দোলন শাসকগোষ্ঠির কাছে বিকিয়ে দেয়ার পেছনে কারা কাজ করেছিলেন? প্রশ্নগুলোর উত্তর পেতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে বেশীদিন অপেক্ষা করতে হবে না।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনই কথাটি বলেছিলেন। 'কিছু সময়ের জন্য সব মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায়, কিছু মানুষকে সারাজীবনই বিভ্রান্ত করে রাখা যায়, কিন্তু সব মানুষকে সারা জীবন বিভ্রান্ত করে রাখা যায় না'। পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায়ও কথাটি যে কত সত্য তা সময়ের সাথে প্রমাণিত হতে চলেছে। *১৫ জানুয়ারী ২০০৩।*

নান্যাচর গণহত্যা দিবস পালিত

স্বাধিকার ডেস্ক ॥ গত ১৭ নভেম্বর ২০০২ নান্যাচর গণহত্যার ৯ম বার্ষিকী পালিত হয়েছে। এদিন খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয় ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সালের ১৭ নভেম্বর সেনাবাহিনী ও বহিরাগতরা নান্যাচর বাজারে আগত পাহাড়িদের ওপর আক্রমণ চালায়। এতে ৩৬ জন নিহত ও আরো অনেকে গুরুতর আহত হন। বাজারের পাশে অবস্থিত পাহাড়িদের বাড়িঘরও পুড়িয়ে দেয়া হয়।

দেশে বিদেশে এ গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ ও নিন্দার ঝড় ওঠে। তৎকালীন বিএনপি সরকার গণহত্যা তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করতে বাধ্য হয়। এই কমিটি রাঙ্গামাটিতে গিয়ে তদন্ত চালায় ও তার রিপোর্ট সরকারের কাছে জমা দিয়েছে বলে জানা যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই তদন্ত রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার জন্য বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আজ পর্যন্ত ডজনের অধিক গণহত্যা চালানো হয়েছে। শত শত পাহাড়ি এসব গণহত্যায় প্রাণ হারিয়েছেন। কোন সরকারই গণহত্যার সাথে জড়িত সেনা সদস্য ও বহিরাগতদের বিচার করেনি। সরকার ও জেএসএস-এর মধ্যে সম্পাদিত পার্বত্য চুক্তিতেও এ ব্যাপারে কিছুই লেখা নেই।

জনগণ চাই এসব গণহত্যার বিচার হোক ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দেয়া হোক। যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে।

"সরকারের দালালি ছেড়ে দিয়ে রাজপথে আসুন"

ইউপিডিএফ এর চতুর্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সমাবেশে জেএসএস এর প্রতি আহ্বান

বিশেষ রিপোর্ট ॥ জেএসএস এর প্রতি আবারো সমঝোতার আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে গত ২৬ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের রাজনৈতিক দল ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর চতুর্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে খাগড়াছড়ি সদর ও রাঙ্গামাটির কুতুকছড়িতে বিশাল গণসমাবেশ ও ঢাকায় আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

খাগড়াছড়ি সদরের শাপলা চত্বরে আয়োজিত বিশাল সমাবেশে ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের পদাংক অনুসরণ করে জেএসএস-কে দিয়ে জনগণের আন্দোলন প্রতিহত করার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। নেতৃবৃন্দ সরকারের খপ্পর থেকে বেরিয়ে এসে জনতার সাথে আন্দোলনের রাজপথে সামিল হওয়ার জন্য জেএসএস নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের আহ্বায়ক অনিল চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ নেতা রঞ্জন মনি চাকমা, মংসুইলা মারমা, দেবদত্ত ত্রিপুরা, পিসিপি কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মিঠুন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভানেত্রী সমারী চাকমা।

ইউপিডিএফ এর এই সমাবেশ থেকে আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার ঘোষণাও দেয়া হয়।

সমাবেশের আগে একটি বিশাল মিছিল বের করা হয়। তিন হাজারের অধিক নারী পুরুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই মিছিলে সামিল হন।

হুদুকছড়িতে অনুষ্ঠিত অপর সমাবেশ থেকেও একই ঘোষণা দেয়া হয়। ইউপিডিএফ রাঙ্গামাটি ইউনিটের আহ্বায়ক সচিব চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গৌতম মুনি চাকমা, হুদুকছড়ি ইউপি চেয়ারম্যান জ্ঞান লাল চাকমা, কলমপতি ইউপি চেয়ারম্যান ক্যজাই মারমা, নান্যাচর সদর ইউপি চেয়ারম্যান রঞ্জিত চাকমা, ঘিলাছড়ি ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান লক্ষীধন চাকমা, প্রাক্তন পাহাড়ি গণ পরিষদ নেতা অমর জীবন চাকমা, ইউপিডিএফ নেতা শান্তিদেব চাকমা, জয়মোহন চাকমা, চিনু মং মারমা, উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমা ও প্রদীপন খীসা।

সচিব চাকমা সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জেএসএস এর প্রতি আবারও ঐক্য ও সমঝোতার প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, জনগণ শান্তি চাই। দুই পার্টির মধ্যে সংঘাতের ফলে নিজেদের শক্তি ক্ষয় হোক তারা সেটা চায় না। অনেক হয়েছে। অনেক বৃথা রক্তক্ষয় হয়েছে। এবার বৃথা রক্তক্ষয় বন্ধ করুন। আত্মঘাতি সংঘাত বন্ধ করুন। আলোচনার টেবিলে আসুন এবং আপনারা কি চান নিঃসংকোচে বলুন। সরকারের দালালী ছেড়ে দিয়ে আন্দোলনের রাজপথে আসুন।

এরপর তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, "না হলে জনগণ আপনাদের ক্ষমা করবে না। ভাইয়ে ভাইয়ে সংঘাত ও হানাহানি জিইয়ে রেখে সরকারকে লাভবান করার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। মাশুল গুনতে হবে। যে জনগণ এখন অনেক কিছু মুখ বুজে নীরবে সহ্য করছেন, তারা একদিন আবার জেগে উঠবেন, যেভাবে তারা অতীতে জেগে উঠেছেন। তখন জনগণ সুদে আসলে হিসেব নেবেন। জনতার কাঠ গড়ায় আপনাদের দাঁড়াতে হবে।"

তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, আপনারা চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য হরহামেশা উচ্চস্বরে চিৎকার করেন। কিন্তু ইউপিডিএফ চুক্তি বাস্তবায়নের আপনাদের সহায়তা দেবে এই প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও কেন আপনারা চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যাচ্ছেন না? কেন উল্টো ইউপিডিএফ এর নেতা কর্মি ও সাধারণ জনগণের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছেন? আপনারা কি বুঝতে পারেন না নিজেদের মধ্যে হানাহানি হলে তা সরকারেরই লাভ?

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দিনে ঢাকায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রসিত বিকাশ খীসার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ এর কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির সদস্য রবিশংকর চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ইলিরা দেওয়ান, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ নেতা বেনজিন চাকমা ও দীপংকর ত্রিপুরা।

বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্তি ও অরাজক পরিস্থিতির জন্য সরকার ও জনসংহতি সমিতিকে দায়ি করেন এবং জনগণের মৌলিক দাবিগুলো পূরণ করা না হলে শান্তি আসবে না বলে মত প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত চুক্তি ও আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে জনসংহতি সমিতির পতনের পর জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ১৯৯৮ সালের ২৬ ডিসেম্বর ইউপিডিএফ গঠিত হয়েছিল। চুক্তির সমালোচনা করার কারণে ইউপিডিএফ নেতা কর্মিদের উপর ব্যাপক নির্যাতন চালানো হয়। ইউপিডিএফ নেতা কর্মি ও সমর্থকদের খুন, অপহরণ শারীরিক নির্যাতন ও গ্রেফতার নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সরকার ও জনসংহতি সমিতির এই রাজনৈতিক দমন পীড়ন সত্ত্বেও ইউপিডিএফ জনগণের ব্যাপক সমর্থন লাভ করে ও একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে গত চার বছরে দেশে ও বিদেশে দ্রুত স্বীকৃতি ও পরিচিতি লাভ করে।

কারণ ইউপিডিএফ হচ্ছে এমন একটি রাজনৈতিক দল যা পরিচালিত হয় সঠিক নীতি আদর্শ ও কৌশলের ভিত্তিতে এবং এই হচ্ছে সেই পার্টি যে জনগণের স্বার্থকে নিজের স্বার্থ বলে গ্রহণ করেছে। ইউপিডিএফ এমন ধরনের নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত যারা সকল ধরনের পরিস্থিতি ও ঘাত প্রতিঘাত মোকাবিলা করে জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিতে প্রস্তুত।

সম্পাদকীয়

স্বাধিকার ❑ ১৫ জানুয়ারি ২০০৩ ❑ বুলেটিন নং ২৩

সেনা সদস্যদের দায়মুক্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লংঘন

সরকার ৯ জানুয়ারি "যৌথ অভিযান দায়মুক্তি অধ্যাদেশ ২০০৩" জারি করেছে। এর মাধ্যমে অপারেশন ক্লিন হার্ট নাম দিয়ে পরিচালিত সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানে কৃত সকল ধরনের কর্মকান্ডের দায় থেকে সেনাবাহিনী ও অন্যান্য বাহিনীর সদস্যদেরকে দায়মুক্তি দেয়া হয়েছে। ফলে সেনা হেফাজতে মৃত্যু বা হতাহতের বিষয়ে কর্তব্যরত সেনা সদস্য বা তাদের আদেশ প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে কোন আদালতে মামলা বা অভিযোগ দায়ের কিংবা প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।

দেশের জনগণের সকল মহল থেকে এই অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উচ্চারিত হচ্ছে। আইন ও সংবিধান বিশেষজ্ঞগণ একে সংবিধান বিরোধী ও মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। লন্ডন ভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশন্যালও কড়া ভাষায় এই অধ্যাদেশের সমালোচনা করেছে।

বাংলাদেশে প্রত্যেক নাগরিকের আইনের আশ্রয় লাভের ও বিচার চাওয়ার অধিকার রয়েছে। সংবিধানে এই অধিকার স্বীকৃত। সেজন্য আলোচ্য অধ্যাদেশের মাধ্যমে সেনাসদস্যদেরকে অপরাধ থেকে দায়মুক্তি ঘোষণা নাগরিকদের এই সংবিধান-স্বীকৃত অধিকার হরণ করার সামিল। আইনের মাধ্যমে কোন ব্যক্তির অপরাধের বিচার রোধ করা একমাত্র বর্বর সমাজেই সম্ভব, কোন সভ্য ও গণতান্ত্রিক সমাজে তা কল্পনা করা যায় না। এই অধ্যাদেশ, যা আগামী সংসদ অধিবেশনে বিল আকারে পাশ করে নেয়া হবে, ভবিষ্যতে জনগণের অধিকার হরণে সেনা সদস্যদের আরো উৎসাহিত করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী ও বহিরাগতদের দ্বারা একের পর এক যে গণহত্যা ও মানবাধিকার হরণের ঘটনা ঘটেছে তার অন্য অনেক প্রধান কারণের মধ্যে একটি হলো অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট সেনা সদস্য বা অন্য কোন বাহিনীর সদস্য বা ব্যক্তির বিচার ও শাস্তি না হওয়া। যৌথ বাহিনীর "ক্লিনহার্ট" অভিযান চলেছে মাত্র ৩ মাসের মতো। পত্রিকার রিপোর্ট মতে, এ সময়ে সেনা হেফাজতে মারা গেছেন প্রায় দেড় শ। আহত হয়েছেন পাঁচ শতাধিক। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামে বছরের পর বছর ধরে সেনাবাহিনী বিদ্রোহ দমনের নামে যে কত নৃশংস ঘটনার জন্ম দিয়েছে, তা পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয় না এবং সে ব্যাপারে দেশের অন্য প্রান্তের লোকজনের যেন মাথা ব্যাথা নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামে এমন কোন পরিবার পাওয়া যাবে না যে কোন না কোনভাবে সেনা বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। এমনকি চুক্তির পরও পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তন হয়নি। গ্রামে গ্রামে "সামরিক অপারেশন সেখানে এখনো নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা।

আমরা যদি সভ্য সমাজ হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিতে চাই তাহলে অবশ্যই "যৌথ অভিযান দায়মুক্তি অধ্যাদেশ ২০০৩" এর মতো জংগলী আইন বাতিল করতে হবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত সকল গণহত্যা ও মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার সুষ্ঠ তদন্ত, বিচার ও দোষী ব্যক্তিদের আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে।

সন্তু লারমা আর কত ভুল করবেন?

রিংকু চাকমা, চট্টগ্রাম

অভিমত

পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলনরত পার্বত্য চট্টগ্রামের নতুন সময়ের রাজনৈতিক দল ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (ইউপিডিএফ) ৪র্থ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হলো গত ২৬ ডিসেম্বর। অন্যদিকে ২রা ডিসেম্বর সন্তু বাবুরা আপোষচুক্তির ৫ বছর পূর্তি পালন করলেন। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে ১৯৯৭ সালে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। চুক্তি স্বাক্ষরের পর পরই সন্তু বাবুরা ১৯৯৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিয়ে সরকার ও সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করেন। এর বিনিময়ে তারা পান জনপ্রতি ৫০ হাজার টাকা আর জেএসএস এর চেলাচামুন্ডারা একটি দন্তহীন অকেজো আঞ্চলিক পরিষদ।

কিন্তু জুম্ম জনগণ সন্তু বাবুদের এই চুক্তি মানতে পারেননি। আত্মসমর্পনের দিন বুকে কালো ব্যাজ ধারণ করে, ব্যানার উঁচিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়। ডাক দেয়া হয় পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের। এরপর জনগণের মুক্তির আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে গঠিত হয় ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট বা সংক্ষেপে ইউপিডিএফ। জনসংহতি সমিতির রাজনৈতিক ও আদর্শিক মৃত্যুর পর এই দলটি জনগণের মাঝে আশার আলো হিসেবে দেখা দেয় এবং খুব দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। সঠিক নীতি আদর্শ ও কৌশলের ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়ার কারণে ইউপিডিএফ দেশে বিদেশেও যথেষ্ট পরিচিতি অর্জন করে।

শুরু হয় ইউপিডিএফ এর ওপর রাজনৈতিক নিপীড়ন। সরকার ও জেএসএস দুই পক্ষ থেকেই এই নির্যাতন চালানো হচ্ছে। সরকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে নতুনভাবে আর আন্দোলন গড়ে উঠতে না পারে। অপরদিকে, সন্তু বাবুদের উদ্দেশ্য হলো যাতে তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে জনগণের অন্য কোন রাজনৈতিক দল গড়ে উঠতে না পারে এবং তাদের দালালি মুখোশ উন্মোচন করে দিতে না পারে। সেজন্য চুক্তির পর সামান্যতম শান্তি ও স্বস্তি আসার বদলে নতুন কায়দায় জনগণের ওপর নির্যাতনের স্টিম রোলার চালানো হচ্ছে। ইতিমধ্যে ইউপিডিএফ এর অনেক নেতা কর্মি সমর্থক সন্তু বাবুদের হাতে খুন হয়েছেন। অপহরণ করা হচ্ছে সাধারণ লোকজনকেও। লক্ষ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ আদায় করা হচ্ছে জোর করে। এবং এ সব কিছু করা হচ্ছে তাদের ভাষায় "চুক্তি বিরোধীদের" দমনের নামে।

কিন্তু এতসব করার পরও যখন চুক্তির অসারতা প্রমাণিত হলো এবং চুক্তি সম্পর্কে মোহ ভঙ্গ হলো, তখন সন্তু লারমা তাদের গত নভেম্বর কংগ্রেসে ভুল স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। বললেন, আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে চুক্তি করা ভুল হয়েছে। তবে এটা এখনো পরিস্কার নয়, এই ভুল স্বীকারের মধ্যে আন্তরিকতা আছে, নাকি বিএনপি জোট সরকারকে খুশী করে আঞ্চলিক পরিষদের গদি টিকিয়ে রাখা এই ভুল স্বীকারের উদ্দেশ্য। যে উদ্দেশ্যে তিনি ভুল স্বীকার করুন, চুক্তি নিয়ে রাজনীতি করে আর হালে পানি পাওয়া যাবে না। সেটা বেশ পরিস্কার।

আর একটা বিষয়। তিনি ভুল স্বীকার করার পরও কেন এখনো পর্যন্ত ইউপিডিএফ এর ওপর আক্রমণ বন্ধ করেননি, যে ইউপিডিএফ প্রথমেই বলেছে যে চুক্তি করা ভুল হয়েছে। একদিকে চুক্তি করা ভুল হয়েছে বলবেন, আবার অন্যদিকে যারা এই একই কথা বলছে তাদের ওপর আক্রমণ করবেন - এটা কোন ধরনের রাজনীতি? এ ধরনের ব্যাপার একমাত্র দালালী ও সুবিধাবাদী রাজনীতি যারা করেন তাদের পক্ষেই সম্ভব হতে পারে।

এখানে সন্তু লারমার উদ্দেশ্যে দু'একটি কথা বলা

৩য় পাতায় দেখুন

চিঠিপত্র

কাউখালিতে জেএসএস এর অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরুন

আগামী ২৬ ডিসেম্বর ২০০২ ইউপিডিএফ এর ৪ বছর হতে যাচ্ছে। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে স্বাধিকারের মাধ্যমে নিম্নোক্ত বক্তব্য তুলে ধরতে চাই।

আমরা কলমপতিবাসী দীর্ঘদিন ধরে পার্টির কাজে সহযোগিতা দিয়ে আসছি। কিন্তু খুবই পরিতাপের বিষয় হলো এ যাবত কাউখালি থানার বিভিন্ন এলাকায় যে অঘটন ঘটে যাচ্ছে, নিপীড়ন নির্যাতন চলছে তা কোন দিন কোন মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে না। এমনকি নিরীহ গ্রামবাসীসহ সংগঠনের কর্মিদের নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে, অথচ তাও কোন সময় পেপারে বা স্বাধিকারে প্রকাশ পায়নি, যা আমাদেরকে খুবই পীড়িত করে। বেতবুনিয়া কাশখালি মৌজায় সশস্ত্র জেএসএস সদস্যদের যে অত্যাচার জনগণ প্রতিহত করলো তাও কোন নজরে পড়ে না আমাদের প্রিয় সংগঠনের। এজন্য আমরা খুবই কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করছি। এখন ভয় হচ্ছে যেহেতু সংগঠন কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না আমাদের নিরাপত্তার জন্য, সন্তু লারমার লোকজন আরও বেশি বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে। গত এপ্রিলের ১৯ তারিখ একজন কর্মিসহ প্রমোদ বিকাশকে সন্ত্রাসীরা হত্যা করলে এলাকাবাসীদের মধ্যে আতংক আরো বেড়ে যায়। তাই আমরা আপনার সংগঠনের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি অচিরেই এর একটা বিহিত ব্যবস্থা করা হোক। জেএসএস এর সশস্ত্র লোকজনের বর্বর অত্যাচার থেকে এলাকাবাসীকে রক্ষা করা হোক।

আমরা স্বাধিকারের নিয়মিত পাঠক। স্বাধিকার হাতে পাওয়া মাত্রই আমরা আগ্রহ ভরে দেখি কাউখালির ঘটনাবলীর ওপর কোন রিপোর্ট বা লেখা আছে কিনা। কিন্তু আমরা বড়ই দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, স্বাধিকারে কাউখালির ওপর খুব একটা রিপোর্ট থাকে না। কাউখালিতে এত ঘটনা ঘটে যায়, সন্ত্রাসীরা প্রতিদিন জনগণের ওপর এত নির্যাতন চালায়, ঘরবাড়ি পুড়ে দেয়, ফসল নষ্ট করে, জোর করে দাম না দিয়ে হাঁস মুরগি গরু ছাগল নিয়ে যায়, অথচ স্বাধিকারে তার ছিটে ফোঁটাও নেই।

জনগণ এসব অত্যচার নির্যাতনের কথা ইচ্ছা করলেও মুখে বলতে পারে না। আর্মি পুলিশরাও নীরব দর্শক। শুধু নীরব দর্শক বললে ভুল বলা হবে। তারা জেএসএস কে তাদের অপকর্ম চালিয়ে যেতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা দেয়। তাদের থেকে জনগণ ভালো কোন কিছু আশাও করে না। স্থানীয় সাংবাদিকরাও সন্তু গ্রুপের পক্ষ হয়ে কাজ করে। রিপোর্টিং এ নয়, যে কাজে তারা পারঙ্গম তা হলো তথ্য বিকৃতি। এরা আশ্চর্যজনকভাবে দিনকে রাত এবং রাতকে দিন করে দিতে পারে তাদের তথাকথিত সাংবাদিকতার মাধ্যমে। প্রশাসন, সেনাবাহিনী ও স্থানীয় সাংবাদিকদের এ ধরনের সহযোগিতা না পেলে সন্তু লারমার লোকজন একদিনও ঠিকতে পারবে না। এ কথা শুধু কাউখালির বেলায় সত্য নয়, অন্যান্য এলাকার ব্যাপারেও সত্য।

জেএসএস ও শান্তিবাহিনীর পতনের পর ইউপিডিএফ-ই এখন জনগণের ভরসা। এজন্য ইউপিডিএফ-এর কাছে জনগণের চাওয়া পাওয়াও অনেক। আমরা আশা করি এলাকার জনগণের স্বার্থে স্বাধিকারে কাউখালিতে সন্তু গ্রুপের বর্বরতার কাহিনী এবার থেকে প্রকাশ করা হবে। আপনাদের স্বাধিকার আমাদের আমাদের পত্রিকা। তাই আমাদের ওপর সন্তু বাবুর লোকদের দ্বারা যে অত্যাচার হয় তা যেন সঠিকভাবে লেখা হয়। এটা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ দেশের জাতীয় পত্রপত্রিকায় সম্পূর্ণ মিথ্যা খবর ছাপা হয়, কোন সত্য খবর লেখা হয় না।

শেষে সত্যদর্শীকে ধন্যবাদ "জেএসএস এর ভুলের মাশুল আর কত কাল?" লেখাটার জন্য। তার এই লেখাটা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। এতে আমরা অত্যন্ত উপকৃত হয়েছি।

মংসুইনু মারমা
কলমপতি, কাউখালি,
রাঙ্গামাটি
৩০ নভেম্বর ২০০২

আসন্ন ইউপি নির্বাচন বর্জনের জন্য ইউপিডিএফ-কে ধন্যবাদ

গত ২৬ ডিসেম্বর ইউপিডিএফ তার চতুর্থ বার্ষিকীতে আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার যে ঘোষণা দেয় তা বিভিন্ন জাতীয় পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এই নির্বাচন বর্জনের মাধ্যমে ইউপিডিএফ কর্তৃক জনসংহতি সমিতিকে আরও একবার সমঝোতার সুযোগ দিয়েছে বলে আমরা মনে করি। ইউপিডিএফ এর এ পদক্ষেপ পার্বত্যবাসীর কাছে অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে। সংঘাত নয়, হানাহানি নয়, আমরা সবাই শান্তি চাই।

পার্বত্যবাসী আশা করে জাতীয় স্বার্থে পার্বত্য এলাকায় ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধ হোক। দুই পার্টির মধ্যে আন্তরিক ঐক্য ও সমঝোতার মাধ্যমেই পার্বত্য এলাকায় শান্তি এবং মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হবে। বৃহত্তর স্বার্থে আসন্ন ইউপি নির্বাচন বর্জনের জন্য আমরা ইউপিডিএফ-কে অভিনন্দন জানাই।

ভূবন বিকাশ খীসা (নন)
তিলোক চাকমা
পটিয়া, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট (চপই) এ পাহাড়ি ছাত্রদের দুই নাম্বারী প্রতিরোধ সংবাদের প্রতিবাদের জবাব

স্বাধিকারের ২১তম সংখ্যায় চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে সাধারণ পাহাড়ি ছাত্রদের "দুই নাম্বারী" প্রতিরোধ শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এর ফলে চপই ও চবিতে জেএসএস মদদপুষ্ট ছাত্রবেশধারীদের মুখোশ খুলে যায়। মুষ্টিমেয় যে কয়জন সাধারণ ছাত্রছাত্রী এতদিন তাদের প্রতি কিছুটা সহানুভূতি দেখাতো তারাও তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ফলে জেএসএস নেতা সন্তু লারমার পালিত পুত্ররা পাহাড়ি ছাত্র সমাজের মধ্যে অপাংতেয় হয়ে যায়। এই করুণ দশা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য তারা স্বাধিকারে প্রকাশিত উক্ত প্রতিবেদনের প্রতিবাদ জানিয়ে কেওক্রাডং -এ একটি লেখা ছাপে।

কিন্তু বিধি বাম। তাদের জন্য এর ফল হয়েছে উল্টো। সাধারণত সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রকাশনার কোন আমলই দেয় না। কারণ জুম্ম সংবাদ বুলেটিন বা অন্য নাম দিয়ে মাঝে মধ্যে তারা যা উদ্‌গার করে সেগুলোতে প্রায়ই থাকে অপ্রচারণা, বিষোদ্‌গার ও বিভেদের কথা। আন্দোলন ও ঐক্যের কোন কথাই সেখানে লেখা থাকে না। সেজন্য তাদের বুলেটিন পড়ার আগ্রহ সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একদম নেই। তা সত্ত্বেও দুই একজন নিতান্ত কৌতুহল বশত চোখ বুলিয়ে দেখে থাকে। কেওক্রাডং এ প্রকাশিত উক্ত প্রতিবাদটি পড়ে তাদের সোজা সাপ্টা মন্তব্য হলো: পিসিপি ও ইউপিডিএফ-কে সন্ত্রাসী বলা মানে নিজে চুরি করে উল্টো গৃহস্থকে চোর বলার মতো। অবশ্য, জনগণের চোখে যারা বিপ্লবী সংগ্রামী তারা তো গণশত্রু শোষক শাসক গোষ্ঠি ও তাদের দালালদের কাছ থেকে সব সময় "সন্ত্রাসী" "ক্রিমিনাল" ইত্যাদি বিশেষণগুলো পেয়ে থাকে। কাজেই সরকারের আশ্রয় প্রশ্রয়ে থাকা সন্তু লারমা ও তার লাঠিয়ালরা যে জনগণের পক্ষের সংগঠনের নেতা কর্মিদের "সন্ত্রাসী" আখ্যা দেবে তাতে আশ্চার্য হওয়ার কিছু নেই।

জনগণ আপাতত মুখ খুলে স্পষ্টভাবে কিছু বলতে না পারলেও তারা জানেন প্রকৃত সন্ত্রাসী কারা। কারা পার্বত্য চট্টগ্রামে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে এবং তা জিইয়ে রেখেছে। জনগণকে আর বোকা বানিয়ে রাখা যাবে না। এযাবত জুম্ম জনগণের সাথে যারা প্রতারণা ও বেঈমানী করেছে তাদের একে একে সবাইকে শাস্তি পেতে হয়েছে। সরকারের নব্য দালাল জাতীয় বিশ্বাসঘাতক সন্তু লারমাকেও অবশ্যই তার পাপের প্রায়চিত্ত করতে হবে। সরকারের স্বার্থে যে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতের আগুন তিনি জ্বালিয়ে দিয়েছেন সেই আগুন একদিন তাকেই পোড়াবে। যারা না বুঝে তার জুম্ম স্বার্থ বিরোধী কাজে সহযোগিতা দিচ্ছে তাদের সতর্ক হওয়ার সময় এসেছে। কারণ জুম্ম জনগণ আবার জেগে উঠবেন প্রবল তেজে। সেদিন আর বেশি দেরী নয়।

জনৈক সাধারণ ছাত্র
চপই

জাপানী সমাজের কাছে প্রবাসী জুম্মর আবেদন:

"একজক জুম্মর মনের কথা জানুন"

অধিকাংশ আদিবাসী জনগণ প্রতিনিয়ত অত্যাচার নির্যাতনের মুখোমুখি হওয়ার কারণে মন খুলে নিজেদের কথা বলতে পারে না। আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণও আমাদের মনের আকুতি প্রকাশ করতে পারি না। কারণ আমরা মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে নির্যাতিত। আমাদের চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হয় আমরা আমাদের জমি ফেরত চাই, আমাদের ন্যায্য অধিকার ফেরত চাই, আমাদের জীবন ফেরত চাই, আমরা বাঁচতে চাই, মানবিক মর্যাদা নিয়ে থাকতে চাই।

গত ১৫ ডিসেম্বর ২০০২ জাপানে নির্বাসিত একজন জুম্ম জাপানী জনগণ ও মিডিয়ার কাছে যে আবেদন জানান তার শুরু ঠিক এভাবেই। চিচিক্কো চাকমা (নিরাপত্তার কারণে ব্যবহৃত ছদ্মনাম) ঐ আবেদনে জুম্মদের দুঃখ দুর্দশার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আমরা অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী কিংবা নেটিভ আমেরিকানদের মত হতে চাই না, কিংবা নৃতাত্ত্বিক যাদুঘরের প্রদর্শণীয় বস্তু হিসেবেও আমরা থাকতে চাই না, যেখানে বিলুপ্তির পর আমাদের পরিচিতি/ধ্বংসাবশেষ সংরক্ষণ করে রাখা হবে।

আমাদের কথা বলার স্বাধীনতা নেই, চলাফেরার স্বাধীনতা নেই। এমনকি অন্যান্য মৌলিক অধিকারও নেই আমাদের। নেই জীবনের নিশ্চয়তা। সে কারণে আমরা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ছাড়তে বাধ্য হই। আবেদনে ১৯৫০ দশক থেকে বহিরাগতরা পার্বত্য চট্টগ্রামে ঢুকে কিভাবে পর্যায়ক্রমে জুম্মদের জায়গা জমি বেদখল করছে ও নিজের মাতৃভূমিতে তাদেরকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করছে তার চিত্র তুলে ধরা হয়। "আমাদের জনসংখ্যা ১৯৪৭ সালে ৯৮% থেকে কমে ১৯৯৫ সালে ৫১% এসে দাঁড়িয়েছে এবং এই অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটছে। জুম্মদেরকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে থাকতে বাধ্য করা হয়েছে ও নির্বিচারে মেরে ফেলা হয়েছে, যেভাবে নাৎসীরা ইহুদীদেরকে হত্যা করেছে। আমরা বসনিয়া বা কসোভোর মতো নৃতাত্ত্বিক হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়েছি। প্যালেস্টাইন, তিব্বত কিংবা পূর্ব তিমোরের মতো আমাদের জায়গা জমি জোরপূর্বক কেড়ে নেয়া হয়েছে।"

"অবশেষে ১৯৯৭ সালে যে চুক্তি হয়, তাতে বিদ্রোহাত্মক যুদ্ধ শেষ হয়েছে বটে, তবে সমস্যার সমাধান হয়নি, আমাদের জনগণের অধিকারও অর্জিত হয়নি। জোর করে চুক্তির প্রতি সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করা হচ্ছে। চুক্তির বিরোধীতা করার কারণে অনেককে মেরে ফেলা হয়েছে, অত্যাচার কিংবা আটক করা হয়েছে।

"যে কারণে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়, সেই একই কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণও স্বাধীনতা দাবি করার অধিকার রাখে। যদি বাংলাদেশীদের ওপর বর্বরতা ও বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য পাকিস্তান নিন্দিত হয়, তাহলে জুম্ম জাতিকে ধ্বংস করার অব্যাহত প্রচেষ্টার জন্য বাংলাদেশের আরো বেশি করে নিন্দা পাওয়া উচিত। প্রকৃত প্রস্তাবে জুম্ম জনগণের ওপর বাংলাদেশের বর্বরতার মাত্রা পাকিস্তানকেও ছাড়িয়ে গেছে।

"আমরা বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে আবেদন জানাই: বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসুন। যদি সার্বিয়াকে তার দেশের জাতিগত সংখ্যালঘুদের হত্যার জন্য সামরিক আক্রমণের মুখোমুখি হতে হয়, যদি ইন্দোনেশিয়াকে পূর্ব তিমোরে বর্বরতার জন্য অর্থনৈতিক অবরোধের মুখোমুখি হতে হয় এবং যদি বার্মার সামরিক জান্তাকে তার দেশের জনগণ ও সংখ্যালঘু জাতিগুলোর ওপর অত্যাচার চালানোর দায়ে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হতে হয়, তাহলে বাংলাদেশকে কেন জুম্ম জনগণকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে নির্যাতন চালানোর কারণে এ ধরনের কোন পদক্ষেপের মুখোমুখি হতে হবে না?

"কাজেই আমাদের স্বশাসনের আন্দোলনকে সমর্থন করুন। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে জুম্মদের জন্য একটি স্বশাসিত অঞ্চল গঠন করা। এজন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের হস্তক্ষেপ ও সাহায্য অত্যন্ত জরুরী।"

উল্লেখ্য, জাপানে প্রবাসী জুম্মরা পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের দাবির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে দীর্ঘদিন ধরে সেখানে প্রচারণা মূলক কাজ চালিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতি জাপানী জনগণ ও জাপান সরকারের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বিভিন্ন সময়ে তারা টোকিওস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন।

আন্তর্জাতিক কার্যক্রম

ভিক্ষু ক্যালাচাই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কামনা করে এ.আই.টি.পি.এন -এর চিঠি

দিল্লি প্রতিনিধি ॥ ২২ নভেম্বর ২০০২ সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রহৃত ক্যলাচাই ভিক্ষু ব্যাপারে যৌথ হস্তক্ষেপ কামনা করে Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief, Special Rapporteur on Torture এবং Special Rapporteur on the Situation of Human Rights and Fundamental Freedoms of Indigenous Peoples এর কাছে চিঠি দেয়া হয়েছে। দিল্লি ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন এশিয়া ইন্ডিজেনাস এন্ড ট্রাইবাল পিপল্স নেটওয়ার্ক (এআইটিপিএন) এই চিঠি দেয়।

এতে বলা হয়, গত ১৬ নভেম্বর লক্ষ্মীছড়ি জোনের অধীন দশবিল আর্মি ক্যাম্পের সুবেদার তরিকুলের নেতৃত্বে বাংলাদেশ আর্মির সদস্যরা খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ির বড়বিল বৌদ্ধ বিহারে যায়। সৈন্যরা মন্দিরে জুতা পায়ে প্রবেশ করে, বিহারের জিনিসপত্র তছনছ করে দেয় এবং ক্যলাচাই ভিক্ষুকে টেনে হিঁচড়ে বের করে। তাকে জনসমক্ষে কিল ঘুসি, লাঠি ও বন্দুকের বাট দিয়ে প্রহার করা হয়। সেনারা মন্দিরের সামনে একটি গাছে তাকে উল্টো করে টাঙিয়ে রেখে মারধর করে।

আবদেল ফাতাহ এ্যমর এর কাছে লেখা ঐ চিঠিতে এই আবেদন জানানো হয় যে, স্পেশ্যাল র‍্যাপোর্ট্যায়ারগণ যাতে চারটি দাবিতে বাংলাদেশ সরকারের কাছে যৌথভাবে হস্তক্ষেপ করেন। এই দাবিগুলো হলো: ১. ক্যালাচাই ভিক্ষু, শ্রমণ ও মংশে মারমার ওপর নির্যাতন তদন্তের নির্দেশ দেয়া ও এ ব্যাপারে স্পেশ্যাল র‍্যাপোর্ট্যায়ারদের অবহিত করা, ২. নির্যাতন ও ধর্মীয় স্বাধীনতা লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত সেনা সদস্যদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, ৩. ক্ষতিগ্রস্তদেরকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা এবং ৪. বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি সম্মান নিশ্চিত করা।

এআইটিপিএন ভারতের দিল্লি ভিত্তিক একটি মানবাধিকার সংগঠন। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলে এর বিশেষ পরামর্শমূলক মর্যাদা (Special Consultative Status) রয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়া:
প্রবাসী জুম্মদের বুলেটিন প্রকাশ

দক্ষিণ কোরিয়ায় বসবাসরত প্রবাসী জুম্মদের সংগঠন "জুম্ম পিপল্স নেটওয়ার্ক-কোরিয়া" বা জেপিএনকে সেখানে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। সম্প্রতি তারা "দি জুম্ম ভয়েস" (The Jumma Voice) বা জুম্ম কণ্ঠ নামে একটি বুলেটিন প্রকাশ করেছে। গত বছর ১৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত এই বুলেটিনে বলা হয়েছে, জুম্ম পিপল্স নেটওয়ার্ক কোরিয়া হচ্ছে কোরিয়ায় বসবাসরত জুম্মদের একটি সামাজিক রাজনৈতিক সংগঠন যার প্রধান উদ্দেশ্য হলো পার্বত্য চট্টগ্রামে সংগ্রামরত ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট বা ইউপিডিএফ-কে সহযোগিতা দেয়া।

এতে আরো বলা হয়েছে, যেহেতু পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে আন্দোলনের সব বিষয়গুলো মীমাংসিত হয়নি এবং যেহেতু জুম্মদের ওপর সরকারের নির্যাতন এখনো বন্ধ হয়নি, সেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনো শান্তি ফিরে আসেনি। সে কারণে যেসব জুম্ম চুক্তির আগে অন্যান্য দেশে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন তারা দেশে ফিরতে পারছেন না। তারা এখনো নির্বাসিত জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। অধিকন্তু অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্য অনেকে দেশ ত্যাগ করছেন।

এছাড়া এই বুলেটিনে পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহত মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। ইউপিডিএফ এর ওপর সরকারী ও জেএসএস এর আক্রমণের ঘটনারও উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্য পত্রিকা

পাহাড়ি ২ রাজনৈতিক সংগঠনের সংঘাত নিরসনে মাঠে নেমেছে বৌদ্ধ গুরুরা

খাগড়াছড়ি থেকে সংবাদদাতা ॥ পার্বত্য চট্টগ্রামে বিবদমান দু'পাহাড়ি রাজনৈতিক সংগঠনের সংঘাত নিরসনে এবার শীর্ষস্থানীয় বৌদ্ধ ধর্মীয় গুরুরা মাঠে নেমেছেন। রোববার সকালে খাগড়াছড়ি শহরের দক্ষিণ খবংপুড়িয়া মাঠে এক বিশাল ধর্ম দেশনাকালে ধর্মগুরু শ্রীমৎ ধর্মাতিষ্য ভিক্ষু পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (পিসিজেএসএস) ও ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) মধ্যকার বিরোধ অবসান করে সমঝোতার আহবান জানিয়েছেন।

সহস্রাধিক মানুষের পিনপতন নীরবতার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ৪ ঘন্টা ধর্ম দেশনাকালে তিনি আগামী চৈত্র সংক্রান্তির মধ্যেই যাতে সর্বপ্রকার হানাহানি বন্ধ হয়ে যায়, সেজন্য সকলকে সার্বক্ষণিক প্রার্থনা করার অনুরোধ জানান। পিসিজেএসএস ও ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দের কল্যাণকামী মানসিকতা কামনা করে তিনি বলেন, আপনারা পাহাড়ি জনগোষ্ঠির ভবিষ্যত চিন্তা করে এক জায়গায় আসুন। তারপর নতুন বছরের শুভলগ্নে পবিত্র বনবিহারে পরম শ্রদ্ধেয় বনভান্তের শান্তির দীক্ষা নিন।

শ্রীমৎ ধর্মতিষ্য ভিক্ষু রাঙ্গামাটি জেলার কাঁটাছড়ি স্বর্গপুরী বিহারের অধ্যক্ষ। তার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্পর্কে পার্বত্যাঞ্চলের বৌদ্ধ ধর্মানুসারিদের মধ্যে ব্যাপক জনশ্রুতি প্রচলিত।

দৈনিক সংবাদ, সোমবার, ৩০ ডিসেম্বর ২০০২

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দাবির প্রতি ৯ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সমর্থন

কাগজ প্রতিবেদক: দেশের নয়জন বিশিষ্ট নাগরিক গতকাল এক বিবৃতিতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের শিক্ষা সংক্রান্ত দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। বিবৃতিতে বলা হয়, 'আমরা মনে করি বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জাতিসত্তার নিজ নিজ মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমেই দেশের শিক্ষার হার বাড়ানো সম্ভব।' এতে আরও বলা হয়, জাতিসংঘের ইউনেস্কো সনদে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের দাবিটি স্বীকৃত। এ সনদে স্বাক্ষরকারী একটি রাষ্ট্র হিসাবে দেশের ভিন্ন ভাষাভাষী জাতিসত্তাসমূহের ভাষা, সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশ সাধনের ক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্ব রয়েছে। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠির ভাষা-সাহিত্যের উন্নতি সম্ভব নয়।

বিবৃতিদাতারা হলেন- মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার কর্নেল (অব.) কাজী নুরুজ্জামান, ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন, কবি ফয়েজ আহমেদ, সাহিত্যিক বশীর আল হেলাল।

আজকের কাগজ, ১১ ডিসেম্বর ২০০২।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের শিক্ষা সংক্রান্ত দাবির প্রতি সমর্থনে বিবৃতি

দেশের ১৪টি জাতীয় ছাত্র সংগঠন, নারী সংগঠন ও অধ্যয়ন কেন্দ্র পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) শিক্ষা সংক্রান্ত দাবির সমর্থনে এক যুক্ত বিবৃতিতে সমর্থন জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে জাতীয় ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি'র) উত্থাপিত শিক্ষা সংক্রান্ত দাবিকে যৌক্তিক ও ন্যায্য বলে অভিহিত করে স্ব স্ব সংগঠনের পক্ষ থেকে পিসিপি'র দাবিকে সমর্থন এবং তা পূরণের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান।

বিবৃতিতে ছাত্র নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জাতিসত্তার স্ব স্ব মাতৃভাষায় শিক্ষা অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমেই দেশের শিক্ষার হার বাড়ানো সম্ভব। শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষায় হওয়া জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ। জাতিসংঘের ইউনেস্কো সনদেও মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের দাবিটি স্বীকৃত। এ সনদের স্বাক্ষরকারী একটা রাষ্ট্র হিসেবে দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতিসত্তাসমূহের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি বিকাশ সাধনের ক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্ব রয়েছে। এটা অস্বীকার করার জো নেই যে, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠির ভাষা সাহিত্যের উন্নতি সম্ভব নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ জাতিসত্তা ও জনগোষ্ঠিসমূহের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ জাতীয় সংস্কৃতিরই সমৃদ্ধি ঘটাবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকে এযাবতকালে ভুল ধারণা ও বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহ সম্পর্কে অসম্মানজনক ও অবমাননাকর লেখা জাতিসত্তাসমূহের মাঝে মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি করে রেখেছে। যা জাতীয় ঐক্য সংহতির পক্ষে সহায়ক নয়। দেশের নাগরিক হিসেবে যাতে কোন জাতিসত্তার আত্মপরিচয়ের সঙ্কট বা বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয়, সে ব্যাপারে শিক্ষাবিদ, লেখক, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ, সাংবাদিকসহ দেশের সচেতন নারিকদের দায়িত্ব রয়েছে বলে আমরা বিশ্বাস করি। সকল জাতিসত্তার সঠিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অধ্যয়ন, গবেষণা এবং তা পাঠ্যপুস্তক ও দেশের সংবাদমাধ্যমে বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরার মধ্য দিয়েই জাতীয় সংহতি জোরদার হতে পারে।

উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রামের নয়া রাজনৈতিক দল ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (ইউপিডিএফ) সহযোগী সংগঠন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) শিক্ষা দিবস উপলক্ষে ১৬ সেপ্টেম্বর শিক্ষামন্ত্রীর সকাশে পাঁচদফা দাবিনামা সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করে। শিক্ষা দিবসকে সামনে রেখে পিসিপি ইতিপূর্বে ১১ সেপ্টেম্বর পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপমন্ত্রী মনিস্বপন দেওয়ানের কাছেও এ দাবিনামা পেশ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামেও শিক্ষা দিবসের গুরুত্ব তাৎপর্য নিয়ে পিসিপি সভা-সমাবেশ করে। খবর বিজ্ঞপ্তির।

দৈনিক পূর্বকোণ, মঙ্গলবার, ১০ ডিসেম্বর ২০০২।

উপরোল্লিখিত সংবাদটি ২৬ নভেম্বর ২০০২ দৈনিক ইত্তেফাকেও প্রকাশিত হয়েছিল।

সন্তু লারমা আর কত ভুল করবেন?

২য় পাতার পর

দরকার। ২০০০ সালে ঘোষণা দিয়েছিলেন এক বর্ষাতে ইউপিডিএফ-কে নির্মূল করবেন। দ্বিতীয়বার ঘোষণা করলেন, ছয় মাস ও তৃতীয়বার এক বছরে নির্মূল করবেন। কিন্তু বাস্তবে কিছুই করতে পারেন নি। মনে রাখা দরকার, সত্য ও ন্যায়ের পথে যারা থাকে, তাদের দমাবার কেউ নেই।

পরিশেষে সন্তু বাবুকে কিছু পরামর্শ দিতে চাই। সুবিধাবাদী ও দালালী রাজনীতি বাদ দিয়ে জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে ইউপিডিএফ এর সাথে ঐক্যবদ্ধ হোন। মতিভ্রম কেটে উঠে জনগণের ওপর অত্যাচার বন্ধ করুন। ভালো কিছু শিখতে চেষ্টা করুন। জনগণের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিখুন।জনগণ কি বলতে চায় ধৈর্য্য ধরে শুনুন। নোংরা ও কদর্য রাজনীতি পরিহার করুন। ভুল স্বীকার করেছেন। এবার নিজেকে সংশোধন করুন।

জুম্ম জনগণকে এযাবত সীমাহীন দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। বর্তমানে চুক্তির পর জনগণের যে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ তার জন্য আপনি ব্যক্তিগতভাবে দায়ি। আমরা ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত চাই না। এ সংঘাত বন্ধ করুন। এই সংঘাতে ইতিমধ্যে অনেক বৃথা রক্ত ঝরেছে। আর নয়। অনেক হয়েছে। এবার জনগণকে রেহাই দিন। ইউপিডিএফ ঐক্য ও সমঝোতার আহ্বান জানিয়েছে। এতে ইতিবাচক সাড়া দিন। চুক্তি বাস্তবায়নের কথা হরহামেশা বলে থাকেন। ইউপিডিএফ চুক্তি বাস্তবায়নে আপনাকে সহযোগিতা করবে বলেও বার বার আশ্বাস দিয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও কেন ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত জিইয়ে রেখেছেন। কার স্বার্থে? আমরা এর জবাব চাই।

শেষের পাতা

চট্টগ্রাম পলিটেকনিকে সন্তু লারমার মদদপুষ্ট ছাত্র নামধারীদের কান্ড

চপই প্রতিনিধি ॥ চট্টগ্রাম পলিটেকনিকে সন্তু লারমার মদদপুষ্ট ছাত্ররা পলিটেকনিক এলাকায় নিয়মিত চাঁদা আদায় করত। চাঁদা দিতে না চাইলে হুমকি ও ভয়ভীতি দেখাতো। মাসের পর মাস ধরে এভাবে চলে আসছিল। এতে অতিষ্ঠ হয়ে পলিটেকনিক এলাকায় বসবাসরত পাহাড়িরা সংঘবদ্ধভাবে সন্তু লারমার মদদপুষ্ট চাঁদাবাজদের প্রতিরোধ করে। ফলে তারা তাদের লেজ গুটাতে বাধ্য হয়।

কিন্তু এ ঘটনার জের ধরে গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০২ তারা কাঁচা বাজার এলাকায় অরুণ চাকমাকে একা পেয়ে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে মারাত্মকভাবে জখম করে। শুধু তাই নয়, এই ঘটনাকে মিথ্যাভাবে সাজিয়ে একটা কাগজে জোর করে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের স্বাক্ষর আদায় করে এবং পরদিন চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্‌স্টিটিউট পিসিপি শাখার সভাপতি রূপায়ন চাকমা, সহসভাপতি অংকজ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক স্বরূপম চাকমা, দপ্তর সম্পাদক নিডান চাকমা ও তথ্য ও প্রচার সম্পাদক বাবুল চাকমার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য অধ্যক্ষের কাছে তাদের বিরুদ্ধে উল্টো চাঁদাবাজির অভিযোগ দায়ের করে। এ ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর সাধারণ পাহাড়ি ছাত্রছাত্রীরা তার তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে সন্তু মদদপুষ্ট ছাত্ররা ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয়। তারা জানায় যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জলময়, শুভ্রময়, রেবতি ও চঞ্চু চাকমার উস্কানিতে তারা এ ধরনের কাজ করছে। তারা কৃত কর্মের অপরাধ স্বীকার করে ও ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ আর করবে না বলে অঙ্গীকার করে। পরদিন অর্থাৎ ১৮ ডিসেম্বর হলে অবস্থানরত হিন্দু, বড়ুয়া ছাত্রসহ সাধারণ পাহাড়ি ছাত্রছাত্রীরা অধ্যক্ষের সাথে দেখা করে জানায় যে, পিসিপি নেতাদের নামে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা সর্বৈব মিথ্যা ও বানোয়াট। পিসিপি নেতাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে দেয়ার জন্য সন্তু লারমার মদদপুষ্ট লোকরা এটা করেছে।

এদিকে আহত অরুণ চাকমা বাদী হয়ে থানায় মামলা দায়ের করে। এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত মামলার আসামীরা পলাতক রয়েছে। ২৩ ডিসেম্বর ২০০২।

পিসিপি চট্টগ্রাম বন্দর শাখার সাধারণ সম্পাদক চরণসিং তঞ্চঙ্গ্যা মুক্তি পেয়েছেন

পিসিপি চট্টগ্রাম বন্দর থানা শাখা প্রেরিত রিপোর্ট ॥ গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০২ পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম বন্দর থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক চরণসিং তঞ্চঙ্গ্যা আদালতের নির্দেশে নিঃশর্ত মুক্তি পেয়েছেন। তাকে গত ১৬ আগষ্ট বন্দর থানা পুলিশ জেএসএস সমর্থিত ছাত্রদের অঙ্গুলি হেলনে ও প্রত্যক্ষ সহায়তায় গ্রেফতার করেছিল। তার বিরুদ্ধে জেএসএস সমর্থকরা অপহরণ মামলা ঝুলিয়ে দেয়ার চেষ্টা চালায়।

উল্লেখ্য, গত ১৬ আগষ্ট ২০০২ জেএসএস সদস্য-সমর্থকরা ব্যারিস্টার কলেজ রোড়ে আবু জাফর বিল্ডিং থেকে তৌহিদ খীসা নামে এক শিক্ষিত যুবককে নির্মমভাবে পিটিয়ে খুন করে। বন্দর থানায় অবস্থানরত পাহাড়িরা এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা তৌহিদ হত্যার বিচার ও খুনীদের গ্রেফতারের দাবি জানায়। এই খুনের ঘটনাকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য ও বন্দর থানায় বসবাসরত হাজার হাজার পাহাড়ির দৃষ্টি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার উদ্দেশ্যে জেএসএস সদস্য-সমর্থকরা একটি অপহরণ নাটক মঞ্চস্থ করে। তারা জেএসএস সমর্থক মঞ্জু বিকাশ চাকমাকে লুকিয়ে রেখে তাকে পিসিপি সদস্যরা অপহরণ করেছে বলে প্রচার করে। শুধু তাই নয়, তারা বন্দর পুলিশকে দিয়ে পিসিপি নেতা চরণসিং তঞ্চঙ্গ্যাকে গ্রেফতার করে ও অপহরণের মিথ্যা মামলা দায়ের করে। কিন্তু আদালতে অপহরণ ঘটনা মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় আদালত চরণসিংকে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়।

চরণসিং মুক্তি পাওয়ার পর পরই ১৮ সেপ্টেম্বর পিসিপি বন্দর থানা শাখা এক জরুরী সভার আয়োজন করে। এতে বক্তব্য রাখেন পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক বকুল চাকমা, বন্দর থানা শাখার সিনিয়র সহসভাপতি রিংকু চাকমা, সহসভাপতি বিপ্লব চাকমা, যতিন চাকমা, রোমান চাকমা ও রিপন চাকমা। সভাপতিত্ব করেন পিসিপি বন্দর শাখার সভাপতি সুপ্রিম চাকমা। বক্তারা অবিলম্বে তৌহিদ চাকমার খুনীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানান।

পিসিপির সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) সম্প্রতি তার সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করেছে। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে সামনে রেখে তারা এখন গণসংযোগ, সভা, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ, মতবিনিময়, কর্মিসভা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। নিম্নে পিসিপির সাম্প্রতিক সাংগঠনিক কার্যক্রমের কিছু তুলে ধরা হল:

বন্দর থানা শাখায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

পিসিপি চট্টগ্রাম বন্দর থানা শাখা প্রেরিত রিপোর্ট ॥ গত ২৯ নভেম্বর ২০০২ পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ বন্দর থানা শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ চট্টগ্রাম ইউনিটের সদস্য অপু চাকমা, পিসিপি বন্দর শাখার শুভাশীষ চাকমা, জ্যোতিকা চাকমা, চরণসিং তঞ্চঙ্গ্যা, রোমান চাকমা ও সুদত্ত ত্রিপুরা। বক্তরা জেএসএস এর মদদপুষ্ট ছাত্রদের কার্যকলাপের কঠোর সমালোচনা করেন এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পিসিপি নেতা সর্বোত্তম চাকমা ও দেবাশীষ চাকমার ওপর জেএসএস সমর্থক ছাত্রদের হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

পিসিপির কেন্দ্রীয় বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত

পিসিপি দপ্তর থেকে ॥ বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় বর্ধিত সভা ১২ ডিসেম্বর ২০০২ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। এতে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান পরিস্থিতির মূল্যায়ন করেন এবং চলমান ভ্রাতৃঘাতি হানাহানির জন্য জনসংহতি সমিতির একগুয়েমিকে দায়ি করেন। জেএসএস-এর গত কংগ্রেসে গৃহীত ৩৩ দফা কর্মসূচীর মধ্যে ১৭ নং দফায় ইউপিডিএফ-কে নির্মূল করার যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে নেতৃবৃন্দ তাকে কান্ডজ্ঞানহীন বলে সমালোচনা করেন। তারা জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দকে অগণতান্ত্রিক ও ফ্যাসিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে ইউপিডিএফ-এর সাথে সমঝোতায় আসার আহ্বান জানান।

পিসিপি নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র সমাজের ৫ দফা দাবিকে সামনে রেখে পিসিপির পতাকাতলে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান। পিসিপির বিভিন্ন শাখায় সাংগঠনিক তৎপরতা বাড়াতে শাখা কমিটি গুলোকে সচল ও গতিশীল করার জন্য নেতৃবৃন্দ ঐক্যমত পোষণ করেন।

বক্তারা জোট সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত নীতির সমালোচনা করেন এবং জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য ইউপিডিএফ-এর নেতৃত্বে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

বর্মাছড়িতে পিসিপি'র কর্মিসভা

লক্ষীছড়ির বর্মাছড়িতেও গত ২৪শে ডিসেম্বর বর্মাছড়ি বাজার কাউন্সিল অফিসে এক কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন দেব রঞ্জন চাকমা। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন পিসিপি কেন্দ্রীয় সহসাধারণ সম্পাদক সুপার জ্যোতি চাকমা, খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক পুলক জ্যোতি চাকমা, লক্ষীছড়ি থানা শাখার আহ্বায়ক রতন চাকমা, মাটিরাঙ্গা থানা শাখা সভাপতি মানবেন্দ্র চাকমা এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশনের পক্ষ থেকে রিখা চাকমা ও সেন্টলী চাকমা।

লক্ষীছড়িতে পিসিপি'র কর্মিসভা অনুষ্ঠিত

পিসিপি দপ্তর॥ পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে গত ২২শে ডিসেম্বর ২০০২ লক্ষীছড়ি থানা শাখা অফিসে কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মিসভায় সভাপতিত্ব করেন রতন চাকমা। বক্তব্য রাখেন পিসিপি কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মিঠুন চাকমা, খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক পুলক চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রী মলিনা চাকমা।

সভায় বক্তাগণ পার্বত্য চট্টগ্রামের চলমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন এবং পিসিপি'র শিক্ষা সংক্রান্ত ৫ দফা দাবিনামার যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। তারা সেনাবাহিনীর তথাকথিত অপারেশন উত্তরণ নামে অলিখিত সেনাশাসনের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, কোন ধরনের দমন পীড়ন চালিয়ে জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়া যাবে না। তারা বলেন পূর্ণস্বায়ত্তশাসন ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রকৃত শান্তি ফিরে আসবে না।

কর্মিসভা শুরু হওয়ার পর পরই লক্ষীছড়ি জোন কমান্ডার মাসুদের নেতৃত্বে এক দল সেনা সদস্য পিসিপি কার্যালয়ে গিয়ে পিসিপি নেতাদের হয়রানি ও নাজেহাল করে এবং অভদ্রজনোচিত আচরণ দেখায়। পিসিপি নেতৃবৃন্দ এর প্রতিবাদ জানান। পরে তাদের ভুল আচরণের জন্য ক্ষমা চেয়ে জোন কমান্ডার চলে গেলে, পিসিপি তাদের কর্মিসভা পুনরায় শুরু করে।

পিসিপি নেতৃবৃন্দ উক্ত ঘটনাকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে কর্মিসভায় বলেন, "সেনা সদস্যরা আমাদের (পাহাড়িদের) মানুষ হিসেবে গণ্য করে না। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আচার আচরণের তোয়াক্কা করে না। জোর জবরদস্তি করে আমাদেরকে চিরকাল দাবিয়ে রাখাই হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের উদ্দেশ্য।" তারা আরো বলেন, সেনা সদস্যদের বাড়াবাড়ি আর সহ্য করা হবে না।

লক্ষীছড়িতে পিসিপি'র কর্মি সম্মেলনে সেনাবাহিনীর হয়রানি

স্বাধিকার রিপোর্ট ॥ গত ২২শে ডিসেম্বর ২০০২ পিসিপি লক্ষীছড়ি শাখা তাদের অফিসে এক কর্মি সভার আয়োজন করলে সেনা সদস্যরা সেখানে গিয়ে পিসিপি নেতাদের হয়রানি ও নাজেহাল করে।

দুপুর বারটার দিকে কর্মিসভা শুরু হওয়ার পর পরই লক্ষীছড়ি জোন কমান্ডার লেঃ কঃ মাসুদ ও মেজর শরীফসহ একদল সেনা সদস্য পিসিপির অফিসে আসে। লেঃ কঃ মাসুদ ও মেজর শরীফ পূর্বানুমতি না নিয়ে কর্মিসভা চলাকালে সরাসরি অফিসে ঢুকে পড়ে এবং জোন কমান্ডার মাসুদ নির্দেশের সুরে বলেন "আমাকে বসতে দাও। একে একে তোমাদের পরিচয় দাও।" এরপর তিনি জোর করে বসে পড়েন। কর্মি সভায় উপস্থিত পিসিপি'র সাধারণ সম্পাদক মিঠুন চাকমা তখন পিসিপি কর্মিদেরকে এভাবে পরিচয় না দিতে অনুরোধ করেন। এতে জোন কমান্ডার রেগে যান এবং উচ্চস্বরে চেঁচিয়ে উঠেন " ছেলেটা কে? দাঁড়াও, দাঁড়াও।" মিঠুন বসা অবস্থায় ভদ্রভাবে জোন কমান্ডার মাসুদকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, তারা সেখানে গণতান্ত্রিকভাবে সাংগঠনিক কাজ করছেন এবং কর্মিসভাটা পিসিপি'র একান্তই নিজস্ব ব্যাপার। সেজন্য তাদের উপস্থিতি পিসিপি কর্মিদের জন্য অনাকাঙ্খিত। অনুমতি না নিয়ে অফিসে ঢুকে অভদ্রজনোচিতভাবে পরিচয় জানতে চাওয়া তার অন্যায় হয়েছে।

মিঠুনের এ বক্তব্যের পর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা একজন সেনা জোয়ান হঠাৎ বন্দুক তাক করে অফিসে ঢুকে পড়ে এবং মিঠুনের শার্টের কলার চেপে ধরে। হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও পিসিপি সদস্যরা এতে বাধা দেয় এবং উক্ত সেনা সদস্য সরে যায়। এরপর শুরু হয়ে জোন কমান্ডার মাসুদ ও পিসিপি-এইচডব্লিউএফ নেতাদের উত্তপ্ত বাকবিতন্ডা। মাসুদ সাহেব উদ্ধত হয়ে বলেন, "র‍্যাঙ্ক দেখে চেন না?" এর জবাবে পিসিপি নেতারা বলেন, আমরা র‍্যাঙ্ক দেখে ন্যায় অন্যায় বিচার করি না। আপনারা অনুমতি না নিয়ে অফিসে ঢুকে আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করছেন, সেটাই আসল কথা। পরে জোন কমান্ডার তার ভুল স্বীকার করেন এবং তার সৈনিকটি মিঠুনের কলার ধরার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেন।

আর্মিরা চলে গেলে যথারীতি কর্মিসভা শুরু হয়। ঐদিন ছিল লক্ষীছড়ির বাজার বার। জোন কমান্ডার ও পিসিপি সদস্যদের বাকবিতন্ডার খবর দ্রুত বাজারে ছড়িয়ে পড়ে। লোকজন কি হয়েছে তা জানার জন্য ও পিসিপি নেতাদের বক্তব্য শোনার জন্য অফিসে ভিড় জমায়। ফলে পিসিপির উক্ত কর্মিসভা কার্যত জনসভায় রূপ নেয়।

প্রায় ৩৫ জন পিসিপি ও এইডব্লিউএফ এর নেতাকর্মি এই কর্মিসভায় যোগ দেন। পিসিপি নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক মিঠুন চাকমা, সহ সাধারণ সম্পাদক সর্বোত্তম চাকমা, সুপারজ্যোতি চাকমা, পিসিপি খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক পুলক চাকমা, সদস্য খোকন চাকমা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জেনিথ চাকমা। হিল উইমেন্স ফেডারেশনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন মলিনা চাকমা, রীকা চাকমা, সেন্টলি চাকমা, রুমী চাকমা, শিখা চাকমা ও র‍্যালি চাকমা। বিকেল ৩টায় কর্মিসভা শেষ হওয়ার পর শিখা, রীনা, জেনিথ ও সুপারজ্যোতি টিএনও'র সাথে দেখা করে জোন কমান্ডারের পিসিপি কর্মিসভায় হস্তক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত করেন।

সেনাবাহিনী কর্তৃক খাগড়াছড়ির মানিকছড়িতে এক বৌদ্ধভিক্ষু প্রহৃত

স্বাধিকার রিপোর্ট ॥ খাগড়াছড়ি জেলাধীন মানিকছড়িতে সেনা সদস্যরা এক মারমা বৌদ্ধ ভিক্ষুকে সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দেয়ার মিথ্যা অভিযোগে অমানুষিকভাবে মারধর করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত ১৬ নভেম্বর সকাল ১০টার দিকে।

জানা যায়, ঐদিন সুবেদার তরিকুল এর নেতৃত্বে লক্ষীছড়ি জোনের অধীন দশভিলা ক্যাম্পের এক দল সেনা সদস্য সুদুরবিল গ্রামে যায়। তারা বড়বিল বৌদ্ধ বিহারে জুতা পায়ে প্রবেশ করে এবং কাহ্লোচাই ভিক্ষুকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে বের করে নিয়ে আসে। সেনারা তাকে গাছে উল্টো করে টাঙিয়ে বেধরক মারতে থাকে। এরপর ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেনারা তাকে নিয়ে রওনা দেয়। কিন্তু মাঝপথ থেকে তাকে দুপুর দেড়টার দিকে ছেড়ে দেয়া হয়।

কাহ্লোচাই ভিক্ষু ছাড়াও সেনারা আরো একজন শ্রমণ ও একজন সাধারণ লোককে মারধর করেছে। তাদের নাম জানা যায়নি। এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক জনঅসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

উক্ত বৌদ্ধ ভিক্ষুকে মারধরের প্রতিবাদে ঢাকায় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ১৭ নভেম্বর এক প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করে।

ইউপিডিএফ এর আহ্বায়ক প্রসিত খীসা এক বিবৃতিতে উক্ত ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। বিবৃতিতে তিনি বলেন, দেশবাসীর কাছে সেনা অভিযানের তিক্ত অভিজ্ঞতা অনেকটা নতুন হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা অভিযান কোন নতুন ব্যাপার নয়। সেনা অভিযানের ভুক্তভোগী হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ অবিলম্বে সেখান থেকে সেনা প্রত্যাহার চায়।

এই প্রেক্ষিতে তিনি সারা দেশে সন্ত্রাস দমনের নামে যে ক্লিন হার্ট অপারেশন চলছে তার আইনগত ভিত্তি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন এবং যেভাবে সেনা হেফাজতে লোকের মৃত্যু ঘটছে তাতে গভীর উদ্বেগ জানিয়ে বলেন, সন্ত্রাস দমনের নামে অযথা সাধারণ নিরপরাধ লোকের উপর হয়রানি ও নির্যাতন কখনই সমর্থনযোগ্য নয়।

পিসিপি লক্ষীছড়ি শাখা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

স্বাধিকার রিপোর্ট ॥ ১২ জানুয়ারি ২০০৩ পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ লক্ষীছড়ি থানা শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষে লক্ষীছড়ি বাজারে এক র‍্যালি বের করা হয় ও হাইস্কুল মাঠে জনসভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন রতন চাকমা। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) নেতা অনিমেষ চাকমা, উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন নেত্রী সোনালী চাকমা, স্বর্ণা চাকমা, পিসিপি নেতা মিঠুন চাকমা, অলকেশ চাকমা, স্বর্ণজ্যোতি চাকমা, স্বপন চাকমা ও রীনা দেওয়ান। এছাড়া লক্ষীছড়ি ১নং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রেম্রাচাই মারমা সংহতি বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা অবিলম্বে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের শিক্ষা সংক্রান্ত পাঁচ দফা দাবি পূরণের আহ্বান জানান। পার্বত্য চট্টগ্রামে অরাজক অবস্থা ও সমস্যা জিইয়ে রাখার জন্য সরকার ও জেএসএস উভয়ের সমালোচনা করে নেতৃবৃন্দ বলেন, পূর্ণস্বায়ত্তশাসন ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী ও প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না।

তারা আরো বলেন, বর্তমান সরকার এর আগের বার ক্ষমতায় থাকা কালে লোগাং ও নান্যাচরে হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করেছে। অনেক অত্যাচার নির্যাতন চালিয়েছে। এখন জুম্মদের মধ্যে হানাহানি জিইয়ে রাখার জন্য জনসংহতি সমিতিকে ব্যবহার করছে। সম্মেলন শেষে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট পিসিপি লক্ষীছড়ি থানা শাখা গঠন করা হয়। রতন চাকমা, সুশীল চাকমা ও অমর বিকাশ চাকমা যথাক্রমে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) -এর প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। সম্পাদকীয় যোগাযোগ: ৩৮৮ পূর্ব বাড়ী, জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা